বিবস্বান

সোমজা দাস

অরণ্যমন প্রকাশনী

সূ চি প ত্র

১১
মৃত্যুবাণ

৩৯
যবনিকার অন্তরালে

৬৫
অদ্ভুত আঁধার

৮৭
তৃতীয় রিপু

১০৯
দ্য কনজিউরিং

১৪৫
নীল নক্ষত্রের রাত

মৃত্যুবাণ

১

নিউজ ইন্ডিয়া চ্যানেলের অফিসে সামনে যখন পুলিশের গাড়িটা এসে থামল, চত্বরটা ততক্ষণে লোকে লোকারণ্য।

চ্যানেলের ভাইস প্রেসিডেন্ট তথা স্টার রিপোর্টার আদিত্য রয় লাইভ ডিবেট শো চলাকালীন হৃদরোগে আক্রান্ত হন মোটামুটি আধ ঘণ্টা আগে। কেউ ভালোভাবে কিছু বুঝে ওঠার আগেই মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন তিনি।

গাড়ি থেকে মাটিতে পা রেখে শিরদাঁড়াটাকে ধনুকের মতন পেছনে বাঁকিয়ে শরীরের জড়তাটুকু ঝেড়ে ফেলল বিবস্বান ভৌমিক— দিল্লি পুলিশের সুপারকপ। অবশ্য সুপারকপ বলতে যে চেহারাটা চোখের সামনে ভেসে ওঠে, বিবস্বানের সঙ্গে তার আকাশ-পাতাল তফাৎ। মেরেকেটে পাঁচ ফুট আট ইঞ্চির গাট্টাগোট্টা চেহারার কেশবিরল মানুষটি যে দিল্লি পুলিশের হোমিসাইড বিভাগের অন্যতম মুখ, তা তাঁকে দেখলে বোঝাই যাবে না। তবে হ্যাঁ, চেহারাটা নিঃসন্দেহে গোয়েন্দা হওয়ার উপযুক্ত। রাজধানীতে তার মতন বিশেষত্বহীন চেহারার মানুষ লাখে লাখে ছড়িয়ে আছে। কিন্তু শিকারি বাজের মতন শান্ত কিন্তু ক্ষুরধার চোখদুটোর দিকে ভাল করে তাকালে বোঝা যায়, মানুষটি সাধারণ নন।

রাত আটটায় নানারকম সাম্প্রতিক ইস্যু নিয়ে বিতর্কের অনুষ্ঠানটির নামই 'লাইভ ডিবেট শো'। এটিই নিউজ ইন্ডিয়ার সবচেয়ে জনপ্রিয় অনুষ্ঠান। কনটেন্টের পাশাপাশি আদিত্য'র ক্যারিশমা আর ব্যক্তিত্বও এটিকে এত সফল করে তুলেছে। ভদ্রলোক বরাবরই তাঁর নির্ভীক প্রকৃতি ও স্পষ্টবাদীতার জন্য জনপ্রিয়। আবার ঠিক একই কারণে তাঁর শত্রুরও অভাব নেই। সোশ্যাল মিডিয়া ও তাঁর টুইটার হ্যান্ডেলে প্রায়শই খুনের হুমকি আসে; তবে তিনি এসব নিয়ে মাথা ঘামাননি কোনোদিন।

আজকের শো-তে আদিত্য রয়ের সঙ্গে স্টুডিয়োতে উপস্থিত ছিলেন আরও চারজন বিশিষ্ট অতিথি— সরকারে আসীন দলের এক মন্ত্রী, এক বিরোধী দলীয় নেত্রী, একজন বিশিষ্ট সমাজসেবী, আর একজন স্বঘোষিত ধর্মগুরু। তর্কবিতর্ক জমে উঠেছিল। আদিত্য রয় তার স্বভাবচিত ভঙ্গিতে কখনও উত্তেজিত হয়ে কখনও ব্যঙ্গবঙ্কিম হাসিতে সভা পরিচালনা করছিলেন। আজকের বিতর্কসভায় বর্তমানের একটি বহুল-চর্চিত বিষয়ে মতানৈক্য চরমে উঠেছিল।

***

স্টুডিয়োর বাইরে জনতার ভিড়ে আলগা দৃষ্টি বোলালেন বিবস্বান; তারপর উদ্‌গত হাই গিলে অলস পায়ে স্টুডিয়োতে ঢুকলেন। গিন্নির তাড়নায় কাল রাত তিনটে অব্দি জেগে মেয়ের স্কুলের প্রজেক্ট শেষ করতে হয়েছিল।

বিবস্বানের সঙ্গে জুনিয়ার অফিসার রোহিত ভার্মা আর দু'জন কনস্টেবল এসেছে। ভার্মা ছেলেটি বেশ চটপটে, শেখার ইচ্ছে আছে। কিন্তু বড্ড বেশি আবেগপ্রবণ। পুলিশের কাজে আবেগ নামে বস্তুটিকে বাড়িতে রেখে আসতে হয়, সেটা রপ্ত করতে সময় লাগবে এখনও। তবে লেগে থাকলে হবে, প্রতিভা আছে।

নিউজডেস্কের ওপর মাথা রেখে বসে ছিলেন আদিত্য— যেন কাজ করতে-করতে ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়েছেন। তাঁর নাকের সামনে আলগোছে আঙুল ধরলেন বিবস্বান। পকেট থেকে গ্লাভস বের করে হাতে পরে নিলেন। গলার কাছে স্পর্শ করে অনুভব করলেন শরীরের পেশিগুলো এখনও নরম; অর্থাৎ রাইগর মর্টিস শুরু হয়নি এখনও। বেশ খানিকক্ষণ ধরে মৃতদেহ পর্যবেক্ষণ করে তিনি রোহিতকে বললেন, "বডি সরানোর ব্যবস্থা করো। আর ফরেনসিকের লোক এল কি না দেখো একবার। এখানে এত লোক, ফিংগারপ্রিন্টস কিছু পাওয়ার সম্ভাবনা না থাকারই কথা। তবু চেষ্টা করে দেখুক।"

"স্যার, মিনিস্টার মিশ্র চলে যেতে চাইছেন। রাগারাগি করছেন। বাকি গেস্টরাও অস্থির হয়ে উঠেছেন। বলছেন, জরুরি কাজ আছে। কী বলব?" বলল রোহিত।

বিবস্বান হাসলেন, "এখন অনেক জরুরি কাজ থাকবে সবার। চুপচাপ বসতে বলো। ইন্টারোগেশন হবে।"

"বলেছি, স্যার। তবু কিছুতেই শুনতে চাইছেন না।"

বিবস্বান ঠান্ডা চোখে রোহিতের দিকে তাকিয়ে বললেন, "ভার্মা, ইউনিফর্মটা তোমার গায়ে আছে; মিনিস্টার মিশ্রার গায়ে নয়। এটার শক্তিকে বুঝতে শেখো।"

২

"উনি তো সুস্থই ছিলেন। কাজকর্ম করছিলেন। আমার থেকে ব্রিফিং নিলেন। অনুষ্ঠানের আগে বরাবর আধ ঘণ্টা সময় তিনি একা কাটাতেন। বলতেন, নিজেকে গুছিয়ে নিতে ওটুকু সময় প্রয়োজন।"

দীপ্তি সচান নামের মেয়েটি আদিত্য রয়ের অ্যাসিস্ট্যান্ট। এই অনুষ্ঠানেরও অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর হিসেবে সে কাজ করছিল। তারই স্টেটমেন্ট নিচ্ছিলেন বিবস্বান।

যবনিকার অন্তরালে

১

"ফরেনসিকের লোকজন এসে গেছে, স্যার।" রোহিত বিবস্বানের কাছে এসে বলল।

"ঠিক আছে। ফিংগারপ্রিন্ট পাওয়ার চান্স নেই। তবু... দেখা যাক।"

মাধবী শ্রীনিবাসনের মৃত শরীরটা তখনও চেয়ারেই বসা অবস্থায় ছিল। মাথা ঝুঁকে ছিল সামনের দিকে। পেছনে ঘাড়ের উপর একটা ছোটো ছুরি আমূল বিঁধে ছিল। চোখদুটি খোলা, মেঝের উপর নিবদ্ধ। ডান হাত পাশে ঝুলে আছে, বাঁ হাত কোলের উপর আলগোছে রাখা। পরনে লাল একরঙা শাড়ি।

মঞ্চে 'যাজ্ঞসেনী' নাটকের অভিনয় চলছিল। মাধবী অপেক্ষায় ছিল মঞ্চে প্রবেশের। মেক-আপ সেরে গ্রিনরুমে একটা ফাঁকা চেয়ারে বসে ছিল সে। তখনই তার ঘাড়ে ছুরিটা আমূল বিঁধিয়ে দিয়েছিল কেউ।

বিবস্বান হঠাৎ ছুরির প্রায় উপরে ঝুঁকে পড়লেন। কাঠের চেয়ারের ব্যাকরেস্টের ঠিক উপরে কাঠের উপর ধারালো কিছু দিয়ে আঘাতের চিহ্ন দেখা যাচ্ছিল। পাতলা কাঠের চাকলা নিচে খসে পড়ে ছিল। বিবস্বান নিচু হয়ে কাঠের চাকলাটা হাতে তুলে একটা ছোট্ট পলিথিন পাউচে রাখলেন। সম্ভবত ছুরি চালাতে গিয়ে ছুরির আঘাতে চেয়ার থেকে এটা খসে পড়েছিল— পরে মেলাতে হবে। উবু হয়ে ঝুঁকতেই অন্য জিনিসটা চোখে পড়ল বিবস্বানের। একটি ইংরেজি 'সি' আকৃতির ছোটো ধাতব টুকরো মাধবীর পায়ের কাছে পড়ে ছিল। সেই বস্তুটিও হাতে নিয়ে ভুরু কুঁচকে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখে পাউচে ভরলেন তিনি।

মেঝেতে ধারালো কিছু দিয়ে আঘাতের বেশ কিছু দাগ ছিল। তবে সেগুলো দেখার আগেই রোহিত ফরেনসিকের লোকদের নিয়ে এসে গেল। পুলিশের ফটোগ্রাফার বিভিন্ন অ্যাঙ্গল থেকে ছবি তুলতে শুরু করল। বিবস্বানও নিঃশব্দে সরে এলেন সেখান থেকে। তারপর গ্রিনরুমটা ঘুরে-ঘুরে দেখতে শুরু করলেন।

বেশ বড়ো ঘর। প্রায় একশো বছরের পুরোনো থিয়েটার বলে ছাদ অনেকটাই উঁচুতে। লম্বা ডান্ডায় ঝুলন্ত বৃদ্ধ ফ্যান অলস ভঙ্গিতে ঘুরছে ঘটাং ঘটাং শব্দ তুলে। পেছনের দেয়ালের গায়ে অনেক আংটা লাগানো— নাটকের পোশাক ঝোলানোর জন্য সম্ভবত। ব্যাকস্টেজ ও গ্রিনরুম জুড়ে বেশ কয়েকটি স্ট্যান্ডফ্যান ছড়িয়ে ছিটিয়ে রাখা রয়েছে।

রোহিত এগিয়ে এল বিবস্বানের দিকে, "স্যার, বডি কি মুভ করবে?"

"হ্যাঁ, নিয়ে যাক। আমার যা দেখার ছিল দেখে নিয়েছি। আর কিছু জানতে পারলে?"

"মাধবীর মোবাইল ফোন মিসিং।"

"টিমকে কাজে লাগাও। ফোনটা দরকার।" গম্ভীর মুখে মাথা দোলালেন বিবস্বান।

২

"মঞ্চে তখন কৌরব ও পাণ্ডবদের পাশাখেলার দৃশ্যের অভিনয় চলছে।"

মোহন ত্রিপাঠী নবমালঞ্চ থিয়েটার গ্রুপের প্রতিষ্ঠাতা, অভিনেতা ও পরিচালক। বয়স পঞ্চাশের আশেপাশে হলেও সুদর্শন মানুষটির দীর্ঘ, মেদহীন চেহারা দেখে আদৌ তা মনে হয় না। অভিনেতা হিসেবে মানুষটি অসাধারণ প্রতিভাবান। শুধু থিয়েটারের প্রতি ভালোবাসা থেকে সরকারি চাকরি ছেড়েছেন। অনেক নতুন প্রতিভাকে তুলে যেমন এনেছেন, তেমনই তাদের ঘষেমেজে তৈরিও করেছেন। সেই মুহূর্তে তাঁরই সঙ্গে কথা হচ্ছিল বিবস্বান ও রোহিতের।

মোহন বলছিলেন, "অভিনেতা-অভিনেত্রীদের বেশিরভাগই মঞ্চে ছিল সেই সময়। ব্যাকস্টেজে মাধবী অপেক্ষা করছিল। এরপরেই ওর এন্ট্রি ছিল। আমাদের অ্যাকটর মুরলীধর কুমার দুঃশাসনের পার্ট করছিল। সে ব্যাকস্টেজে এল। চিত্রনাট্য অনুযায়ী তার মিনিট খানেকের মধ্যেই মাধবীকে টানতে টানতে সঙ্গে নিয়ে তার স্টেজে ঢোকার কথা। কিন্তু সময় পেরিয়ে যাওয়ার পরেও সে না ফেরায় আমি ব্যাকস্টেজে ছুটে যাই। গিয়ে দেখি মাধবী এইভাবে এখানে বসে আছে আর মুরলীধর ওর সামনে পাথরের মতো স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।"

"আপনি তখন কোথায় ছিলেন?"

"মঞ্চের দু'দিকে এন্ট্রান্স থাকে। একদিকের এন্ট্রান্সের কাছেই চেয়ার নিয়ে মাধবী বসে ছিল। আমি আর প্রম্পটার অশোকজি ছিলাম অন্যদিকের এন্ট্রান্সের ঠিক মুখে। ওখান থেকে অভিনেতারা আমায় দেখতে পারে, কিন্তু দর্শকেরা পায় না।"

"আপনি কি মাধবীকে দেখতে পাচ্ছিলেন?"

"না, মাধবী একটু ভিতরের দিকে ছিল। ওর বরাবরের অভ্যেস, মঞ্চে ঢোকার আগে চেয়ারে বসে কিছুক্ষণ চোখ বুজে ধ্যান করা। বলত, মনসংযোগের ফলে তার চরিত্রের মধ্যে ঢুকতে সুবিধে হয়।"

"মঞ্চে তখন কতজন ছিল?"

"বাইশ জন। আসলে এই নাটকে মাধবীর চরিত্রটাই মুখ্য চরিত্র। বাকি সবাই সাপোর্টিং বিভিন্ন চরিত্রে।"

অদ্ভুত আঁধার

১

"আমি কিছু জানি না, সারজি। বিশ্বাস করুন! প্যাসেঞ্জার অ্যাপে গাড়ি বুক করেছিল পাহাড়গঞ্জ যাওয়ার জন্য। পৌঁছে দেখি এই অবস্থা। আমি তো ভেবেছি ঘুমোচ্ছে। ঠেলা দিতেই পড়ে গেল।"

কাঁদো কাঁদো মুখে ভোজপুরি টানের হিন্দিতে বলল ক্যাব ড্রাইভার। বছর তিরিশেক বয়স হবে; রোগা, কালো, খড়ি-ওঠা চেহারা। গাড়ির পেছনের সিটে লাশ দেখে ভয়েই আধমরা হয়ে আছে বেচারা।

বিবস্বান গাড়ির পেছনের সিটে একবার চোখ বুলিয়ে বললেন, "কোত্থেকে উঠেছিল প্যাসেঞ্জার?"

"আদর্শনগর, সারজি। আমাকে ছেড়ে দিন।"

"নাম বল।"

"জি, লল্লন যাদব।" কাঁচুমাচু মুখে বলল ছেলেটা।

নিচু হয়ে গাড়ির ভেতর মাথা ঢুকিয়ে গাড়ির ব্যাকসিটে পড়ে থাকা মৃত ব্যক্তিকে খুঁটিয়ে দেখলেন বিবস্বান। মাথা বের করে ড্রাইভারের চোখে চোখ রেখে গম্ভীরমুখে বললেন, "তোমার নয়, প্যাসেঞ্জারের নাম জানতে চেয়েছি। অ্যাপে বুক করেছে। রেজিস্টার্ড কাস্টমার নিশ্চয়ই।"

লল্লন গাড়ির ড্রাইভিং সিটের সামনে আটকানো জিপিএস স্ট্যান্ড থেকে মোবাইল ফোন খুলে নিয়ে নাম দেখে বলল, "এখানে নাম দেখাচ্ছে বাণীব্রত রায়, সারজি।"

বিবস্বান মুচকি হেসে রোহিতকে বললেন, "আর কী? লেগে পড়ো এবার। আইডেন্টিটি তো পেয়েই গেলে, বাকিটা চটপট বার করে ফেলো দেখি।"

"ইয়েস, স্যার। ফরেনসিকে ফোন করে দিয়েছি। রাস্তায় আছে টিম। এসে যাবে এক্ষুনি।"

"এক্ষুনি! দিল্লির রাস্তায় অফিস-টাইমের জ্যাম কাটিয়ে আসতে কতক্ষণ লাগবে কে জানে।"

"আমি কী করব, সারজি? অফিস-টাইম, এখনই ভাড়া খাটার সময়। আমাকে ছেড়ে দিন।" করুণ কণ্ঠে বলল লল্লন যাদব।

"তোমাকে ছেড়ে দিয়ে রোহিত কি এই লাশ কোলে করে রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকবে? অপেক্ষা করো। আর রোহিত, ফরেনসিকের বুড়োকে বলে দিও, আমি বলেছি ভিসেরা করতে।" হাত নেড়ে জিপে উঠে পড়লেন বিবস্বান।

বিবস্বানের গাড়ি দৃষ্টির সামনে থেকে মিলিয়ে যেতে রোহিত গাড়িতে শুয়ে থাকা লাশটার দিকে তাকাল। পরনে জিনস্ আর আকাশি রঙের চেকশার্ট। বয়স চল্লিশের উপরেই হবে বলে মনে হয়। রোগা, ফ্যাকাশে

চেহারা। সঙ্গে কোনো মোবাইল ফোন পাওয়া যায়নি। পকেটের ওয়ালেট বিবস্বানই চেক করেছে। তাতে দু'হাজার, পাঁচশো ও একশো টাকার নোট মিলিয়ে মোট তেরো হাজার ছ'শো টাকা রয়েছে।

২

"বসো, রোহিত। কিছু পেলে?" ল্যাপটপ থেকে মুখ তুলে জিজ্ঞেস করলেন বিবস্বান।

"বাণীব্রত রায় কলকাতায় ছোটখাটো অর্ডার সাপ্লাইয়ের ব্যবসা করত। ব্যাবসার কাজে প্রতি মাসেই প্রায় দিল্লি যাওয়া-আসা করত। এবার এসেছিল দিন চারেক আগে। পাহাড়গঞ্জের স্টেশনের কাছে 'নিরালা' লজে উঠেছিল। লজের ম্যানেজার জানালেন প্রতি মাসে এসে সেখানেই উঠত বাণীব্রত। সকালে বেরিয়ে যেত। কোনো-কোনো দিন রাতেও ফিরত না। সাত থেকে দশ দিন থাকত সে দিল্লিতে।"

"হুঁ। কলকাতায় লোকটার বাড়িতে খবর পাঠানো হয়েছে?"

"কাকে খবর দেব, স্যার? তিনকুলে কেউ নেই। এক সৎ বোন আছে অবশ্য। তাকে ভাইয়ের মৃত্যুতে খুব বেশি দুঃখিত বলে মনে হল না। বরং সৎভাইয়ের টাকাপয়সা কী পাওয়া যাবে— দেখলাম তাই নিয়েই সে বেশি উৎসাহী। সঙ্গে টাকাপয়সা তেমন ছিল না জেনে বিরক্ত মুখে বলল সে কিছু দায়িত্ব নিতে পারবে না।"

"বিয়ে-থা করেনি?"

"না, স্যার।"

"বাহ্, বুদ্ধিমান লোক ছিল হে এই বাণীব্রত।" দুলে-দুলে হাসলেন বিবস্বান, "কলকাতায় ব্যাবসার খবর পেয়েছ কিছু?"

"খবরের জন্য লোক লাগিয়েছি, স্যার। ডিটেলস্ পাইনি। তবে এখনও পর্যন্ত যেটুকু জেনেছি তাতে ব্যাবসাপত্র তেমন বড়োসড়ো কিছু নয়।"

বিবস্বান টেবিলে পেন ঠুকতে-ঠুকতে মুখ তুলে বললেন, "পোস্টমর্টেম আর ভিসেরা রিপোর্ট এল?"

"এখনও আসেনি, স্যার। কালকের মধ্যে পেয়ে যাব আশা করছি।" রোহিত বলল। তারপর একটা পোস্টকার্ড সাইজের ছবি এগিয়ে দিয়ে বলল, "লজের ঘর সার্চ করে এটা পেলাম।"

একটি বাইশ-তেইশ বছরের মেয়ের ছবি। আহামরি কিছু সুন্দরী না হলেও তার চেহারায় চটক আছে। গায়ের রং কিছুটা চাপা হলেও ত্বক উজ্জ্বল। ফাঁপানো চুলে লালচে রঙ করা। ঠোঁটে টকটকে লাল সস্তার লিপস্টিক। পরনের পোশাক যেটুকু দেখা যাচ্ছে সে-ও বেশ খোলামেলা।

"বউ না থাকলেও গোপিনী ছিল বোধহয়। খোঁজ লাগাও মেয়েটার।"

"সোর্সদের লাগিয়ে দিয়েছি, স্যার। খবর পেয়ে যাব।"

বিবস্বান বললেন, "বসো। কেসটা সম্পর্কে এখন অবধি তোমার অবজার্ভেশন কী, শুনি?"

"এমনিতে লোকটা সম্পর্কে যা জানা গেছে, তাতে অস্বাভাবিক কিছু নেই। কিন্তু একটা ব্যাপারে আমার একটু খটকা লাগছে।"

"কেমন খটকা?"

"বাণীব্রত'র ব্যবসা সম্পর্কে যা জেনেছি তাতে তার এত ঘন-ঘন দিল্লিতে আসার কোনো দরকার হয় না। তাহলে সে প্রতি মাসে দিল্লি কেন আসত, আর অতদিন থাকতই বা কেন?"

"গুড। আর কিছু?"

"হ্যাঁ, স্যার। মেয়েটার ছবি দেখে মনে হল, মানে... ঠিক... " বলতে-বলতে থেমে গেল রোহিত।

"ঠিক কী? মন্দ মেয়ে, তাই তো? পুলিশে চাকরি করে এত লজ্জা পেলে চলবে? আর কিছু?"

"আর বাণীব্রত লোকটা বোধহয় খুব মদ খেত। পোস্টমর্টেম রিপোর্ট এলে পরিষ্কার বোঝা যাবে। আমি ব্যাপারটা পান্ডেস্যারকে চেক করতে বলেছি। চোখের নিচে চর্বির থাক দেখে মনে হল, লোকটা মদ্যপ না হয়ে যায় না।"

"ভেরি গুড।" বিবস্বান প্রশংসার দৃষ্টিতে তাকালেন রোহিতের দিকে, "সস্তার বারগুলোতে খবরিদের অ্যালার্ট করো। ছবিতে মেয়েটার সাজপোশাক, চড়া দাগের সস্তার লিপস্টিক, তাকানো, হাসি— সবই সেদিকেই ইশারা করছে। ব্যাকগ্রাউন্ডে আয়না, তার পাশের আলো, রংচটা টেবিল, দেওয়ালে ঝোলানো ঝকমকে পোশাক-আশাক— এগুলো দেখেও কোনো সস্তা বারের গ্রিনরুম বলেই মনে হচ্ছে। ওখানেই পাওয়া যাবে মেয়েটাকে।"

৩

পুরোনো দিল্লির চাওরি বাজারের কাছে সিম্ফনি বারের সামনে গাড়ি থেকে নামলেন বিবস্বান আর রোহিত।

শেখ সামসুদ্দিন পুলিশের পুরোনো খবরি। পঞ্চাশোর্ধ্ব বয়সে তৃতীয়বার এক ষোড়শীর পাণিগ্রহণ করে সে গুন্ডাগিরির লাইন ছেড়ে চাওরি বাজারে বিরিয়ানির দোকান দিয়েছে। নবপরিণীতার পয়ে ভালোই নাকি চলছে

তৃতীয় রিপু

১

"স্যার, মন্ত্রীকে হুমকি দেওয়ার নিয়ে তদন্তে তো আমার ডিপার্টমেন্ট জড়িত থাকে না। এই কেসটায় আমার ইনভলভ হওয়া কি ঠিক হবে?"

দিল্লি পুলিশের হোমিসাইড শাখার অফিসার বিবস্বান ভৌমিকের গলায় দ্বিধা স্পষ্ট ছিল। পাঁচ ফুট আট ইঞ্চি উচ্চতার, গাঁট্টাগোট্টা চেহারার, কেশবিরল মানুষটি বুদ্ধি, সাহস ও সাফল্যের জন্য সুপারকপ হিসেবেই বিবেচিত হন। তাঁকে এমন দ্বিধাগ্রস্ত হতে দেখে কমিশনার সুখবিন্দর গিল বুঝলেন, ব্যাখ্যার প্রয়োজন আছে।

বিবস্বানের দিকে কফির কাপ এগিয়ে দিয়ে তিনি বললেন, "এই কেসের সঙ্গে আপাতত দিল্লি পুলিশের কোনো সম্পর্ক নেই। তাই ডিপার্টমেন্টের ব্যাপারটা নিয়ে তুমি মাথা ঘামিয়ো না।"

"বুঝলাম না, স্যার।" বিবস্বানের ভ্রু কুঁচকে গেল।

গিল দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, "কেন্দ্রীয় সরকারের নারী ও শিশু কল্যাণ দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী সুরেন্দ্র শেঠকে কেউ উড়ো চিঠির মাধ্যমে হুমকি দিচ্ছে— এটা শুনে তোমার কী মনে হয়?"

"হয় কেউ মজা করছে। নয়তো... সর্ষের মধ্যেই ভূত আছে। তা না হলে এমন সিকিউরিটি প্রোটোকল আর তদন্তের সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও কেউ হুমকি দিত না।"

"একজ্যাক্টলি!" গিল সোজা হয়ে বসলেন, "ব্যাপারটা কতখানি সেনসিটিভ— বুঝতেই পারছ। এমন কেসে তোমায় ছাড়া আমি কাউকে বিশ্বাস করতে পারছি না। তুমি নিজে তাঁর সঙ্গে কথা বলো। আজই বিকেল চারটায় সুরেন্দ্র শেঠের দপ্তরে চলে যাও।" বললেন কমিশনার গিল।

"ওকে, স্যার।" স্যালুট ঠুকে বেরোতে গিয়েও দাঁড়িয়ে পড়লেন বিবস্বান, "আর যদি সত্যিই কেঁচো খুঁড়তে কেউটে বেরোয়?"

গিল স্থিরদৃষ্টিতে কিছুক্ষণ তাকালেন বিবস্বানের দিকে; তারপর মৃদু হেসে সামনে খোলা ল্যাপটপে ডুব দিলেন।

মুচকি হেসে বিবস্বানও অস্ফুটে বললেন, "ইয়েস, স্যার!"

২

"প্রায় দু'সপ্তাহ আগে থেকে এ-সব শুরু হয়েছে।"

সুরেন্দ্র শেঠের বয়স ষাটের কাছাকাছি হবে। বেঁটেখাটো, ফরসা, গোলগাল চেহারা। টিভিতে যেমন দেখায়, সামনে থেকে দেখে যেন তার

চেয়ে বেশিই বয়স্ক দেখাল। হয়তো বর্তমান মানসিক চাপের কারণেই চেহারায় তার প্রভাব পড়েছে।

সাদা পোশাকের বিবস্বানকে দেখে সুরেন্দ্র বললেন, "আপনিই ওই থিয়েটার অ্যাকট্রেস মার্ডারের কেসটা সলভ করেছিলেন, তাই না?"

"আমার টিম সলভ করেছিল।" বললেন বিবস্বান, " এবার দয়া করে খুলে বলুন, এখনও পর্যন্ত কী কী ঘটেছে। কিচ্ছু গোপন করবেন না।"

ড্রয়ার খুলে সুরেন্দ্র কয়েকটা সাদা খাম এগিয়ে দিলেন বিবস্বানের দিকে। প্রত্যেকটা খামে একটা করে চিঠি ছিল। সাদা পাতায় খবরের কাগজ বা ম্যাগাজিনের বিভিন্ন আকারের হরফ কেটে আঁঠা দিয়ে জুড়ে লেখা একটি করে বাক্য ছাড়া তাতে কিছু ছিল না। প্রত্যেকটিতেই মন্ত্রীমশাইকে 'সাবধান' করা হয়েছিল। শেষেরটিতে লেখা ছিল, 'নাতির মঙ্গল চাইলে পাপ থেকে বিরত থাকুন।' চিঠিগুলির খামের উপর পোস্ট অফিসের স্ট্যাম্প লাগানো। একটি স্ট্যাম্পের কালি ঘেঁটে গিয়ে কিছু বোঝা যাচ্ছিল না। বাকি দু'টিই নিউ দিল্লির দু'টি আলাদা স্থান থেকে পাঠানো হয়েছিল।

"এগুলো আমি নিজের কাছে রাখতে পারি?" জিজ্ঞাসা করলেন বিবস্বান।

"নিশ্চয়ই।"

"এগুলোর জন্যই ভয় পাচ্ছিলেন?"

মাথা নেড়ে সুরেন্দ্র বললেন, "গত পরশু থেকে আমাদের বাড়ির পোষা ল্যাব্রাডর সিডনি নিখোঁজ।"

"নিখোঁজ মানে?"

"নিখোঁজ বলতে যা বোঝায়, তা'ই। পরশু সকাল থেকে তাকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।"

"একটি পূর্ণবয়স্ক ল্যাব্রাডর কুকুরকে কিডন্যাপ করা তেমন সহজ ব্যাপার বলে মনে হয় না। সিডনি'র বয়স কত?"

"ন'বছর; তা বলে বুড়ো হয়ে যায়নি ও। এখনও ওর গায়ের জোর যথেষ্টই ছিল। বাড়ির লোক ছাড়া কাউকে মানত না ও। কিন্তু অফিসার, যদি কেউ ওকে ঘুম পাড়িয়ে তুলে নিয়ে গিয়ে থাকে, কিংবা মেরেই ফেলে, সেক্ষেত্রে ও কী-ই বা করত?" বিমর্ষমুখে বললেন সুরেন্দ্র।

একটু ভেবে বিবস্বান বললেন, "আপনার বাড়িতে আপনি ছাড়া আর কে কে আছেন?"

"আমার স্ত্রী নির্মলা গৃহবধূ। বড়োছেলে দীপেন্দ্র ফ্যামিলি নিয়ে বস্টনে থাকে। একটা মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানিতে উঁচু পদে চাকরি করে। ওখানেই ও সেটলড। ছোটোছেলে রীতেন্দ্র'র মেডিসিন ম্যানুফ্যাকচারিং-এর বিজনেস। ওর স্ত্রী স্নেহার কর্পোরেট চাকরিতে খুব চাপ। ছেলেকে